বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(এপিএ)'র চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল ২০২১- জুন২০২১) এর প্রমাণকের ছক

কর্মসম্পাদন সূচক:[১.৫.১] প্রণীত প্রজেক্ট প্রোফাইল

ক্র.নং	বিষয়ের নাম	প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার নাম,পদবী ও কর্মস্থল	তারিখ	মন্তব্য
০১.	টয়লেট পেপার তৈরীর উপর প্রোফাইল	আবু হাশেম প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	১২/০৪/২০২১	
০২.	চারকোল তৈরীর উপর প্রোফাইল	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	১১/০৫/২০২১	
মোট প্রণীত প্রজেক্ট প্রোফাইলের সংখ্যা-০২টি				

কর্মসম্পাদন সূচক:[১.৬.১] প্রণয়নকৃত ও প্রকাশিত সাব-সেক্টর স্টাডি

ক্র.নং	বিষয়ের নাম	প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার নাম,পদবী ও কর্মস্থল	তারিখ	মন্তব্য
--	--	--	--	--
মোট প্রণয়নকৃত ও প্রকাশিত সাব-সেক্টর স্টাডির সংখ্যা				

কর্মসম্পাদন সূচক:[১.৭.১] প্রণয়নকৃত বিপণন সমীক্ষা

ক্র.নং	বিষয়ের নাম	প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার নাম,পদবী ও কর্মস্থল	তারিখ	মন্তব্য
০১.	পাটের পলি ব্যাগ তৈরী শিল্প এর বিপণন সমীক্ষা	আবু হাশেম প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	০৫/০৪/২০২১	
০২.	হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরী শিল্প এর বিপণন সমীক্ষা	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	০৮/০৬/২০২১	
০৩.	টয়লেট পেপার এর বিপণন সমীক্ষা	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	১০/০৬/২০২১	
মোট প্রণয়নকৃত বিপণন সমীক্ষার সংখ্যা-০৩টি				

কর্মসম্পাদন সূচক:[১.৯.১] বিতরণকৃত নকশার নমুনা

ক্র.নং	বিতরণকৃত নকশা নমুনার বিষয়	বিতরণকারী কর্মকর্তার নাম,পদবী ও কর্মস্থল	জেলায় বিতরণকৃত নকশা নমুনার সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	উন্নত মানের দরজা ও জানালার নকশা	আবু হাশেম প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	০৪ টি	--
০২.	উন্নত মানের পোশাকের নকশা	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।		--
০৩.	উন্নত মানের পোশাকের নকশা	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।		--
০৪.	উন্নত মানের পোশাকের নকশা	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।		
মোট বিতরণকৃত নকশা নমুনার সংখ্যা-০৪টি				

কর্মসম্পাদন সূচক:[১.১১.১] বিতরণকৃত কারিগরী তথ্য

ক্র.নং	বিতরণকৃত কারিগরী তথ্যের বিষয়	বিতরণকারী কর্মকর্তার নাম,পদবী ও কর্মস্থল	জেলায় বিতরণকৃত কারিগরী তথ্যের সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	কারখানার মেশিনপত্র সম্পর্কে কারিগরি তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	০৪ টি	--
০২.	কারখানার মেশিনপত্র সম্পর্কে কারিগরি তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।		--
০৩.	কারখানার মেশিনপত্র সম্পর্কে কারিগরি তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।		
০৪.	কারখানার মেশিনপত্র সম্পর্কে কারিগরি তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।		
মোট বিতরণকৃত কারিগরী তথ্যের সংখ্যা-০৪ টি				

কর্মসম্পাদন সূচক:[১.১৪.১] নিবন্ধিত শিল্প ইউনিট

ক্র.নং	নিবন্ধিত শিল্প ইউনিটের নাম	নিবন্ধিত শিল্প ইউনিটের মালিকের নাম,মোবাইল নাম্বার ও অবস্থান	নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার নাম,পদবী ও কর্মস্থল	মন্তব্য
০১.	মেসার্স বায়োক্রপ কেয়ার বাংলাদেশ	ফরিদ হোসেন গ্রাম: হানাইল, পো: জয়পুরহাট, উপজেলা+জেলা: জয়পুরহাট ফোন নং-০১৭৪১০৯৭৫৬৫	আবু হাশেম প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	
০২.	নূর এন্ড সোহাগ ডেইরী ফার্ম	মো: নূর আলম হোসেন গ্রাম: ভাদসা, পো: জয়পুরহাট সদর, উপজেলা+জেলা: জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৭৩৯৬৮৬০৩১	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
০৩.	রিফাত ডেইরী ফার্ম	মো: রিফাত ইবনে রশীদ গ্রাম: মুচিপাড়া, পো: জয়পুরহাট সদর, উপজেলা+জেলা: জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৮৪৯৬৯৫৫৪০	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
০৪.	মা গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প	মো: মনিরুল ইসলাম গ্রাম: ভাদসা পূর্বপাড়া,পো: জয়পুরহাট সদর উপজেলা+জেলা: জয়পুরহাট	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
০৫.	বাকিয়া গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প	মোছা: জান্নাতুল বাকিয়া গ্রাম: ভাদসা জয় পার্বতীপুর,পো: জয়পুরহাট সদর উপজেলা+জেলা: জয়পুরহাট ফোন নং-০১৭১৬৭৫৯৯৩৪	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
০৬.	মাহবুব গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প	মো: মাহবুব আলম গ্রাম: চক ভারুনিয়া,পো: জয়পুরহাট সদর উপজেলা+জেলা: জয়পুরহাট ফোন নং-০১৭২৪৩২৯৯৩২	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
০৭.	মেসার্স রওজা ডেইরী ফার্ম	মো: খায়রুল ইসলাম গ্রাম: হাতিল, পো: জয়পুরহাট সদর, উপজেলা+জেলা: জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৭৪৩২৭৪৭৭১	আবু হাশেম প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	
০৮.	রিফাত পোল্ট্রি ফার্ম	মো: রিফাত ইবনে রশীদ গ্রাম: মুচিপাড়া, পো: জয়পুরহাট সদর, উপজেলা+জেলা: জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৮৪৯৬৯৫৫৪০	আবু হাশেম প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	

০৯.	ভাই ভাই ডেইরী ফার্ম	মো: রাজু আহম্মেদ গ্রাম: কেশবপুর, পো: জয়পুরহাট সদও, উপজেলা+জেলা: জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৯৯৩৫৭৮৯২৬	আবু হাশেম প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	
১০.	রাকিব গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প	মো: রাকিব হাসান গ্রাম: ভাদসা,পো: জয় পার্বতীপুর, উপজেলা+জেলা: জয়পুরহাট ফোন নং-০১৭৫৮৫৫৪৬৩৭	আবু হাশেম প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	
১১.	এ এম ট্রেডার্স	মো: তৌফিকুল ইসলাম গ্রাম: পলিবাড়ি, পো: খঞ্জনপুর, উপজেলা+জেলা: জয়পুরহাট ফোন নং-০১৭২৮১৩৭১৯০	আবু হাশেম প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	
১২	রিফাত গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প	মো: রিফাত হোসেন গ্রাম: ভাদসা, পো: জয় পার্বতীপুর,উপজেলা+জেলা: জয়পুরহাট ফোন নং-০১৩০৭৯৪৩৮৪২	আবু হাশেম প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়,জয়পুরহাট।	
১৩.	রায়হান গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প	রায়হান কবীর দাদড়া জন্তিগ্রাম, সরদারপাড়া,জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৭২৮-১৬৫৬৬৯	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
১৪.	নিপা ফ্যাশন হাউজ	মোছাঃ নুসরাত জাহান নিপা কাদি, জয়পার্বতীপুর, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট ফোন নং-০১৭৬৪-৭৮৪৯৮১	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
১৫.	মেসার্স রাহী ট্রেডার্স	মোঃ আরিফুল ইসলাম ভেটি,দাদড়া-৫৯০০,জয়পুরহাট ফোন নং-০১৯১২-৬৬৬৩৯১	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
১৬.	আকরাম ডেইরী ফার্ম	প্রোঃ মোঃ আরমান হোসেন বাবুপাড়া, হারাইল, জয়পুরহাট ফোন নং-০১৯৫৬-৯৪৩৭৫৬	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
১৭.	জান্নাতুল মৎস্য খামার	তহিদুল ইসলাম সরদারপাড়া, জামালপুর, জয়পুরহাট । ফোন নং-০১৮৫৪-২০১০৪৩	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
১৮.	খুশি গরু মোটাতাজা করন	মোছাঃ খুশি বেগম মাষ্টারপাড়া, পুরানাপৈল, জয়পুরহাট ফোন নং-০১৯২৭-২৫৪৯৬২	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
১৯.	রুহানি ডেইরী ফার্ম	মোছাঃ কামরুন নাহার পশ্চিম মানিক ,আক্কেলপুর, জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৭৮২-৯৭৭২০৫	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
২০.	কবির ডেইরী ফার্ম	নুসরাত জাহান মীম আক্কেলপুর, জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৮৬৮-৯৭৫৮৭৮	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
২১.	জামান ট্রেডার্স	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম রশিদার পাড়া, বম্বু, ধারকী, জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৭৪০-৩৯০১২৩	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
২২.	আদর্শ মৎস্য চাষ	সৈয়দ মাইনুল হাসান (বাপ্পি) দাদড়া জন্তিগ্রাম, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট ফোন নং-০১৭৫০-৪৮৫৭৮১	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
২৩.	আঁখি সুজ	মোঃ ছিদ্দিক রুকিন্দীপুর, জামালগঞ্জ, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৭৪৪-৮৪২৮৪৭	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
২৪.	মেসার্স নাছিমা ডেইরী ফার্ম	নাছিমা আক্তার বুলুপাড়া, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট। ০১৯৮০-৮১৩১৬৪	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
২৫.	দেশী ইউনিক পণ্য	মাহতিমা আক্তার সড়াইল, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৭১৬-৭৪৯০০৫	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	

২৬.	মোহনা ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম বিসিক শিল্প নগরী, জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৭১৭-১৭৯৬১৬	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
২৭.	মাহীর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ	মোঃ সিরাজুল ইসলাম বিসিক শিল্পনগরী, জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৭১২-৬৭৫৭৮৬	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
২৮.	গোল্ডেন চিকেন এন্ড চিকস	মোঃ তুরজাউন আহম্মেদ রুকিন্দীপুর, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট ফোন নং-০১৭১৪-১১৮৯১৭	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
২৯.	সামি গার্মেন্টস	মোঃ মশিউর রহমান রুকিন্দিপুর, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৭১২-৮২৩৩৬৪	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
৩০.	মাহাবুব ট্রেডার্স	মাহবুব আলম চিনিকল সড়ক,জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট ফোন নং-০১৭২৩-৩০৮৫০০	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
৩১.	এস এম ব্যাটারী হাউস	মোঃ মিলন হোসেন, জামালগঞ্জ রোড, ডাক ঃ জয়পুরহাট-৫৯০০,জয়পুরহাট ফোন নং- ০১৮৩৪-১৮০১৬২	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
৩২	নূর মোহাম্মদ কাঠ হাউস	নূর মোহাম্মদ আলী সরদার গুলশান মোড়, ডাকঃ জয়পুরহাট-৫৯০০ ফোন নং-০১৮৬৫-০৯৬৫৪৪	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।	
মোট নিবন্ধিত শিল্প ইউনিটের সংখ্যা- ৩২ টি				

কর্মসম্পাদন সূচক:[২.১.১] বিসিকে প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা

ক্র.নং	জেলার নাম	জেলায় প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তার সংখ্যা	প্রশিক্ষকের নাম,পদবী	মন্তব্য
--	--	--	--	--
--			--	--

কর্মসম্পাদন সূচক:[২.৭.১] কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার

ক্র.	জেলার নাম	নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংখ্যা	নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার	মন্তব্য
০১.	জয়পুরহাট	৫৮ জন	৩০%	
		মোট নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংখ্যা	৫৮ জন	
		সামগ্রিক নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার	৩০%	

কর্মসম্পাদন সূচক:[২.৮.১] মোট সৃষ্ট কর্মসংস্থান

ক্র.	জেলার নাম	কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	জয়পুরহাট	১৮৯ জন	
মোট কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংখ্যা - ১৮৯ জন			

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।
নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ
মাসের নাম: এপ্রিল-জুন, ২০২১

ক্রঃ নঃ	মাস	নকশার নাম	কোন প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা হয়েছে	কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে প্রেরণ করা হয়েছে	প্রেরণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	এপ্রিল	উন্নত মানের দরজা ও জানালার নকশা	ইন্টারনেট	মেসার্স মুনীর মেটাল ওয়ার্কশপ মোঃ জাকীর হোসেন জামালগঞ্জ রোড, নতুন হাট, জয়পুরহাট মোবাঃ-০১৭১৯৯২৯৫২৩	আবু হাশেম প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।
০২.	মে	উন্নত মানের পোশাকের নকশা	ইন্টারনেট	ঝুমকা টেইলার্স মোঃ জুয়েল রানা রুহানি মার্কেট, পূর্ব বাজার, জয়পুরহাট। মোবাঃ-০১৭১৭-৯৪২২৬৯	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।
০৩.	মে	উন্নত মানের পোশাকের নকশা	ইন্টারনেট	মেসার্স দেশী ইউনিক সওদা প্রোঃ মোছাঃ মাহতিমা আক্তার সড়াইল, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৯৮০-৮১৩১৬৪	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।
০৪.	জুন	উন্নত মানের পোশাকের নকশা	ইন্টারনেট	রবিউল টেক্সটাইল প্রোঃ মোঃ রবিউল ইসলাম সরকার পুনট, কালাই, জয়পুরহাট। মোবাইল নং-০১৭৫০-৩০৬৭৭২	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।
কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ
মাসের নাম: এপ্রিল-জুন, ২০২১খ্রি.

ক্রঃ নঃ	মাসের নাম	সেবার বিবরণ	কোন প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা হয়েছে	কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে প্রেরণ করা হয়েছে	প্রেরণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	মে	কারখানার মেশিনপত্র সম্পর্কে কারিগরি তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	ইন্টারনেট	মাহবুব ট্রেডার্স প্রোঃ মাহবুব আলম চিনিকল রোড, ডাকঃজয়পুরহাট-৫৯০০, জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৭২৩-৩০৮৫০৭	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।
০২.	জুন	কারখানার মেশিনপত্র সম্পর্কে কারিগরি তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	ইন্টারনেট	রহমান ব্যাটারী হাউজ প্রোঃ মোঃ আব্দুল হামিদ বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট। মোবাইল নং-০১৭৪০৮০৩৭৩১	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।
০৩.	জুন	কারখানার মেশিনপত্র সম্পর্কে কারিগরি তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	ইন্টারনেট	মা অটোস ওয়ার্কশপ প্রোঃ মোঃ শামীম বাগিচাপাড়া, সদর রোড, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট। মোবাইল-০১৭৬৫-০৫৪৪৮৫	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।
০৪.	জুন	কারখানার মেশিনপত্র সম্পর্কে কারিগরি তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	ইন্টারনেট	এস এম ব্যাটারী হাউজ প্রোঃ মোঃ মিলন হোসেন জামালগঞ্জ রোড, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট। ফোন নং-০১৮৩৪-১৮০১৬২	মুনিরা আক্তার প্রমোশন অফিসার বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।

টয়লেট পেপার তৈরীর প্রোজেক্ট প্রোফাইল

ভুমিকাঃ- টয়লেট পেপার ও ন্যাপকিন পেপার বর্তমানে জনপ্রিয় একটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। শহর ছাড়াও এমনকি সুদুর গ্রামেও এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি পানি ও ঘাম শোষণ করে এবং অত্যন্ত হালকা ও স্বাস্থ্য সম্মত। সারা বিশ্বে তাই টিস্যু, টয়লেট পেপার ও সেনেটারী ন্যাপকিনের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশের হোটেল রেস্তোরা, সিনেমা হল এমনকি বর্তমানে অফিস আদালতেও টয়লেট পেপারের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।

খ) বিপননঃ- সভ্যতার বিকাশ ও জনগনের জীবন যাএার মান বৃদ্ধির সাথে সাথে টয়লেট টিস্যু পেপার এবং সেনেটারী ন্যাপকিন এর ব্যবহার ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে চাহিদার অতি সামান্য অংশ স্থানীয়ভাবে মেটানো হয় এবং বাকীটা আমদানী করে পুরণ করা হয়।

গ) বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতাঃ- (১০০% , ৮ ঘন্টা শিফট কওে ৩৬৫ কার্যদিবসে)

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমান
০১	ন্যাপকিন	১০০ টন
০২	টয়লেট পেপার	২০০ টন

ঘ) উৎপাদনের জন্য উপকরণ

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমান
০১	জমি ৫ কাঠা	৫,০০,০০০/
০২	কারখানার জন্য (টিন সেড পাকা ওয়াল) ১৬০০ বর্গফুট	৬,৪০,০০০/
	মোট=	১১,৪০,০০০/

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিঃ-

ক্রঃনং	বিবরণ	পরিমান/সংখ্যা	মূল্য
০১	টয়লেট পেপার রোল মেকিং মেশিন (কমপিলিট)	১ সেট	২,৪০,০০০/
০২	বাইকালার ফ্রেজোগ্রোফিক প্রিন্টিং মেশিন	১ সেট	২,০০,০০০/
০৩	ফিনিশিং মেশিন	১ সেট	১,০০,০০০/
০৪	যন্ত্রাংশ	-	১০,০০০/
০৫	যন্ত্রপাতির স্থাপন ব্যয়		২৭,৫০০/
	মোট যন্ত্রপাতি ব্যয়		৫,৭৭,৫০০/

৪। অন্যান্য স্থায়ী ব্যয়ঃ-

ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকা
০১	অফিস আসবাবপত্র	২০,০০০/
০২	উৎপাদন পূর্ব ব্যয়	৫০,০০০/
০৩	অন্যান্য ব্যয়	২০,০০০/
	মোট=	৯০,০০০/

৫। বার্ষিক কাঁচামাল (১০০% দক্ষতায়)

১। স্থানীয় কাচামালঃ–

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমান	মোট টাকা
০১	পেপার কার্টুন,পলিথিন	এলএস	৩,০০,০০০/

২। আমদানীকৃত কাঁচামাল

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমান	কর,শুল্ক,সিএন্ডএফ সহ দর	মোট টাকা
০১	টিস্যু পেপার	১০০ টন	৩৬,০০০/=	৩৬,০০,০০০/=
০২	কালি	১৫০০ পাউন্ড	১০০/=	১,৫০,০০০/=
০৩	থিনার	এলএস	-	২০,০০০/=
			মোট=	৩৭,৭০,০০০/=

০৬। জনশক্তিঃ-

প্রত্যক্ষ শ্রমিক

ক্রঃ নং	পদবী	সংখ্যা	মাসিক	বার্ষিক মোট বেতন
০১	সুপারভাইজার	১	৪,০০০/=	৪৮,০০০/=
০২	দক্ষ শ্রমিক	৬	৩,০০০/=	২,১৬,০০০/=
০৩	অদক্ষ শ্রমিক	৫	২,০০০/=	১,২০,০০০/=
			মোট=	৩,৮৪,০০০/=

প্রশাসনিক ঃ

ক্রঃ নং	পদবী	সংখ্যা	মাসিক	মোট টাকা
০১	ব্যবস্থাপক	১	৪,০০০/=	৪৮,০০০/=
০২	বিক্রয় কর্মী	২	২,৫০০/=	৬০,০০০/=
০৩	পিয়ন/গার্ড	১	২,০০০/=	২৪,০০০/=
			মোট=	১,৩২,০০০/=

০৭। উপযোগ সমুহঃ-

ক্রঃ নং	বিবরণ	মোট টাকা
০১	পানি	৫,০০০/=
০২	বিদ্যুৎ	১,৩৪,০০০/=
০৩	জ্বালানী তৈল ইত্যাদি	৫,০০০/=
	=মোট	১,৪৪,০০০/=

০৮। উৎপাদন প্রক্রিয়াঃ–

ন্যাপকিন পেপার প্রস্তুতের জন্য পেপার রোলকে ফেজ্রোগ্রাফিক প্রিন্টিং মেশিনে বসানো হয। প্রিন্টিং এর পর কাঁটা হয়। অনুরুপ ভাবে টয়লেট পেপার প্রস্তুতের জন্য পেপার রোলকে রোল মেশিনে বসিয়ে পুনরায় ওয়েনডিং করা হয়। অথবা কাঠের বা কাগজের ফ্রেমে পুনরায় রোল করা হয়। তারপর বাজরজাত করা হয়।

আর্থিক বিশ্লেষণ ঃ

১। স্থায়ী মুলধনঃ-

ক্রঃ নং	বিবরণ	মোট টাকা
০১	জমি	৫,০০,০০০/=
০২	কারখানা ঘর	৬,৪০,০০০/=
০৩	যন্ত্রপাতি ও সরূঞ্জামাদি	৫,৭৭,৫০০/=
০৪	অন্যান্য স্থায়ী ব্যয়	৯০,০০০/=
	মোট=	১৮,০৭,৫০০/=

২। চলতি মুলধন

ক্রমিক নং	বিবরণ	মাসের সংখ্যা	মোট
০১	আমদানীকৃত কাঁচামাল	৩ মাস	৬,৫৯,৭৫০/=
০২	স্থানীয় কাঁচামাল	১ মাস	১৭,৫০০/=
০৩	মজুরী	১মাস	৩২,০০০/=
০৪	অন্যান্য নগদ ব্যয়	১ মাস	২০,০০০/=
		মোট=	৭,২৯,২৫০/=

৩। মোট প্রকল্প ব্যয়ঃ=

ক্রঃ নং	বিবরণ	মোট টাকা
০১	স্থায়ী মুলধন	১৮,০৭,৫০০/
০২	চলতি মুলধন	৭,২৯,২৫০/
	মোট	২৫,৩৬,৭৫০/

৪। মোট উৎপাদন ব্যয়(৭০% দক্ষতায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	মোট টাকা
০১	কাঁচামাল	২৮,৫৪৯,০০০/=
০২	মজুরী	৩,৮৪,০০০/=
০৩	উপযোগ	১,০০,৯৯৬/=
০৪	কারখানা ঘরের অবচয়	৩২,০০০/=
০৫	যন্ত্রপাতির অবচয়	৫৫,০০০/=
০৬	যন্ত্রাংশ	১১,০০০/=
০৭	মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন	১১,০০০/=
০৮	খাজনা/কর/বীমা	১৮,০০০/=
০৯	অন্যান্য	২০,০০০/=
	মোট	৩৪,৮০,৯৯৬/৩

০৫। সাধানর প্রশাসনিক ও বিক্রয় ব্যয়

ক্রঃ নং	বিবরণ	মোট টাকা
০১	বেতন	১.৩২,০০০/=
০২	ডাক/তার ফোন	৩৬,০০০/=
০৩	ছাপা/মনোহারী	১০,০০০/=
০৪	ভ্রমন ও যাতায়াত	৩০,০০০/=
০৫	আসবাব পএের অবচয়	৪,০০০/=
০৬	পরিবহন খরচ	৬০,০০০/=
০৭	বিজ্ঞাপন	৫৪,৬০০/=
০৮	অন্যান্য	২০,০০/=
	মোট	৩,৪৬,৬০০/=

০৬। বিক্রয় (১০০% দক্ষতায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমান	দর	মোট টাকা
০১	ন্যাপকিন	৬০,০০০ কেজি	৬০/=	৩৬,০০,০০০/=
০২	টয়লেট পেপার	৭০,০০০ কেজি	৬০/=	৪২,০০,০০০/=
			মোট=	৭৮,০০,০০০/=

০৭। মুনাফাঃ-

ক্রমিক ন	বিবরণ	মোট টাকা
০১	বিক্রয় ৭০%	৫৪,৬০,০০০/=
০২	মোট উৎপাদন খরচ	৩৮,২৭,৫৯৬/=
০৩	নীট মুনাফা(কর ও সুদ পুর্ব)	১৬,৫২,৪০৪/=
০৪	সুদ(প্রকল্প ব্যয়ের ৮০% ঋণ হিসাব করে)	২,৪৩,৫০০/=
০৫	কর পূর্ব মুনাফা	১৩,৮৮,৯০৪/
০৬	কর	রেয়াতী
০৭	নীট মুনাফা	১৩,৮৮,৯০৪/=

০৮। মুনাফার অনুপাত সমুহঃ-

ক) মোট বিনিয়োগের উপর লাভের হার ঃ ৫৪%

খ) মোট বিক্রয়ের উপর লাভের হার ঃ ২৫%

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

চারকোল তৈরীর প্রোজেক্ট প্রোফাইল

ভূমিকা ঃ চারকোল বা কাঠ কয়লা মূলতঃ একটি জ্বালানী । কাঠ কয়লা প্রস্তুত করতে কাঠ এর গুড়া ধানের তুষ, চিনা বাদামের খোসা, আখের ছোবড়া, ধানের নাড়া ও শুকনা পাতা বাবহার করা যায় , তবে আলোচ্য প্রকল্পের কাঁচামাল এক মাত্র ধানের তুষ যা অত্যন্ত সহজ প্রাপ্য । বিকল্প জ্বালানী হিসাবে এ কাঠ কয়লা ব্যবহৃত হয়ে থাকে । জ্বালানী আমাদের দেশের এক প্রকট সমস্যা।প্রধানত ঃ কাঠই জ্বালানী হিসাবে বাবহার হয়ে থাকে ।একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমির প্রয়োজন । কিন্তু আমাদের দেশে বন এলাকা মাত্র ৯% ।তা ছাড়া দেশের জন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রয়োজন আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। কাজেই জ্বালানী হিসাবে আমাদের কাঠের বিকল্প ব্যবহার ভাবতে হবে। এখানে আমরা কাঠ কয়লাকে ভাবতে পারি ।এমতাবস্হায় আমাদের দেশে এ ধরনের জ্বালানীর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে ।উত্তরোত্তর এর চাহিদা বৃদ্দি পাবে বলে পর্যবেক্ষনে প্রতিয়মান হয় ।

০২। শিলপ স্হাপন এলাকা ঃ

এ শিল্পের এক মাত্র কাচাঁমাল ধানের তুষ । স্বলপ ব্যয়ে যে সকল এলাকায় ধানের তুষ পাওয়া যায় সে সব জায়গায় এ শিলপ গড়ে তোলা সম্ভব। প্রায় প্রতিটি জেলা এমনকি থানায় এ শিল্প স্হাপনের সুযোগ রয়েছে ।

০৩। প্রতিযোগিতা ঃ আমাদের দেশে জ্বালানী সমস্যা বর্তমানে প্রকট । জ্বালানীর জন্য ব্যবহৃত বনজ সম্পদ প্রায় ধবংশের মুখে । যেহেতু একমন চারকোল জ্বালানী আড়াই মন কাঠের প্রয়োজন মিটাবে এবং মান নিয়ন্এন তেমন প্রয়োজন হয় না সুতরাং ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এ জাতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা খুব কম বলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনমিত হয় ।

০৪। পণ্যের ব্যবহারকারী ঃ ব্রিকোয়েটেড ফুয়েল বা চারকোল জ্বালানী হিসাবে কাঠের বিকলপ হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এ জাতীয় পণ্যের ব্যবহারকারী ইট ভাটা, হোষ্টেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট এবংবাসাবাড়ি।

০৫ ।বাজার এলাকা ঃ

দেশের সর্বত্র এ জাতীয় পণ্যের পর্যাপ্ত বাজার রয়েছে। যেসকল এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাস নাই সেখানে চারকোল জ্বালানী চাহিদার ভিত্তিতে সরবরাহ করা যাবে ।

০৬। প্রয়োজনীয় কাচাঁমালের বিবরণঃ

এ জাতীয় প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্এাংশের প্রকৃতি অনুসারে কাচাঁমাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।যেমন ধানের তুষ,সুগার মিলের আখের ছোবড়া, স মিলের ডাষ্ট ,ওয়েষ্টেজ কাগজ ইত্যাদি।

০৭। বিক্রয় ও বন্টন প্রণালী ঃ পাইকারী ও খুচরা উভয় পদ্বতিতে ব্রিকোয়েটেডট ফুয়েল বা চারকোল বাজার জাত করা যেতে পারে ।

০৮। ব্যবস্হাপনা সংগঠনঃ ব্রিকোয়েটেডট ফুয়েল বা চারকোল তৈরী শিল্প ইউনিটের উৎপাদন প্রক্রিয়া তেমন জটিল নহে। অভিজ্ঞ শিলপউদ্যোক্তা একজন দক্ষ মিস্ত্রী কয়েক জন আধাদক্ষ ও হেলপার নিয়ে অনায়াসে এ শিল্প পরিচালনা করা যেতে পারে ।

কারিগরীদিক ঃ

ক)বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ঃ

১০০% উৎপাদন ক্ষমতায় ডাবল শিফটে (প্রতিদিন ১৬ ঘনটা) বার্ষিক ৩০০ দিন ।

ক্রঃনং	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ	একক মুল্য	মোট মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১।	ব্রিকোয়েটেড ফুয়েল বা চারকোল (কাঠ কয়লা)	৬০০ মেঃ টন	৩০০০/ও	১৮.০০

প্রকলপ বাস্তবায়নে প্রয়োজন ঃ

১। ভূমি ও বিল্ডিং

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১।	ভূমি ১০ শতক	১.০০
২।	কারখানা বিল্ডিং (৪০ফুট .১৫ ফুট সেমি পাকা)	১.২০
৩।	চাতাল ৪০ফুট . ৩০ফুট	০.৪০
	মোট	২.৬০

২) যন্এপাতি ও যন্এাংশ ঃও

ক্রঃনং	বিবরণ	সংখ্যা	মোট মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১।	চারকোল তৈরীর মেশিন ১৫ অশ্ব শক্তি বৈদ্যুৎতিক মটরসহ	২ইউনিট	
২।	বৈদ্যুতিক প্যানেল বোর্ড	১সেট	২.৫০
৩।	হলার	১সেট	
৪।	স্টার্টার	১সেট	
৫।	সুইচ বোর্ড	১সেট	
৬।	ওয়েল্ডিং মেশিন	১টি	
৭।	গ্রাইন্ডিং মেশিন	১টি	
৮।	অন্যান্য	১লট	
	মোট =		২.৫০

৩)অন্যান্য স্হায়ী সম্পদ ঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১।	আসবাব পত্র	০.২০
২।	সংযোগ ও সংস্হাপন	০.১৫
৩।	প্রাথমিক ও বিবিধ খরচ	০.১০
	মোট =	০.৪৫

প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বিবরণঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য
১।	ধানের তুষ ও কাঠের গুড়া	৬৬০মেঃ টন	৬৫০/	৪,২৯,০০০/
২।	পানি	--	--	

জনশক্তি ঃ

প্রশাসনিক ও ব্যবস্হাপনা ঃ

ক্রঃনং	পদবী	সংখ্যা	মাসিক বেতন	মোট বাৎসরিক বেতন
১।	ব্যবস্হাপক/হিসাব রক্ষক	১জন	৫০০০/	৬০,০০০/
২।	গার্ড/পিয়ন	১জন	১,৫০০/	১৮,০০০/
মোট		মোট=		৭৮,০০০/

প্রত্যক্ষ শ্রমিক ও কারিগরী ঃ

ক্রঃনং	পদবী	সংখ্যা	মাসিক বেতন	মোট বাৎসরিক বেতন
১।	দক্ষ শ্রমিক/কারিগর	২জন	৩০০০/	৭২০০০/
২।	আধাদক্ষ শ্রমিক	২জন	২৫০০/	৬০,০০০/
	মোট	৪জন	মোট	১,৩২,০০০/

উপযোগ ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	মোট টাকা
১।	বিদ্যুৎ	৭২,০০০/
২।	মবিল ও তৈল	৮,০০০/
	মোট	৮০,০০০/

উৎপাদন প্রক্রিয়া বিশেষণ ঃ আলোচ্য প্রকলেপর উৎপাদন প্রক্রিয়া অত্যন্ড় সহজ । প্রথমে ধানের তুষ চাতালে রৌদ্রে শুকাতে হবে ।অতঃপর কাচাঁমাল রাইস মিলের হলারের মত হলারের মধ্যে দিয়ে পাস করে প্রয়োজন মত পানি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়ে চারকোল পাওয়া যাবে ।

মোট প্রকলপ বিনিয়োগ ঃ

ক) স্থায়ী বিনিয়োগ

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	ভুমি	১.০০
০২	বিল্ডিং	১.২০
০৩	চাতাল	০.৪০
০৪	যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ	২.৫০
০৫	অন্যান্য স্থায়ী খরচ	০.৪৫
	মোট	৫.৫৫

খ) চলতি মুলধন(৭০% উৎপাদন ক্ষমতায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	সময়	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	কাঁচামাল	১মাস	০.২৫
০২	স্টোরেজ এন্ড স্পেয়ার্স	৩ মাস	০.০১
০৩	ওয়ার্ক ইন প্রসেস	৫ মাস	০.১০
০৪	সমপনী মজুদ	১৫ মাস	০.৩৪
০৫	বিবিধ পাওনাদার	১৫ মাস	০.৩২
০৬	নগদ ক্যাশ	এলএস	০.২৫
		মোট	১.২৫

গ)মোট প্রকলপ বিনিয়োগ ঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট (লক্ষ টাকায়)
০১।	মোট স্হায়ী বিনিয়োগ	৫.৫৫
০২।	চলতি মুলধন	১.২৫
	মোট প্রকলপ বিনিয়োগ	৬.৮০

ঋণও ইকুইটির অনুপাত = ৭০ঃ৩০

ঘ) উৎপাদন ব্যয় (৭০% উৎপাদন ক্ষমতায় ডবল শিফটে)

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট মূল্য (লক্ষ টাকায়)
০১	কাঁচামাল	৩.০০
০২	শ্রমিকের মুজুরী	১.৩২
০৩	উপযোগ	০.৫৬
০৪	অবচয়(ক) বিল্ডিং	০.০৮
	খ) যন্এপাতি	০.২৫
০৫	স্টোরেজ এন্ড স্পেয়ার্স(যন্এপাতির মুল্যের ২%)	০.০৫
০৬	মেরামত এন্ড রক্ষনাবেক্ষন	০.১২
০৭	ভাড়া,কর ও বীমা	০.১০
-৮	পরিবহন	০.৩৬
০৯	বিবিধ খরচ	০.০৫
	মোট	৫.৮৯

ঙ) সাধারন ও প্রশাসনিক খরচ

ক্রঃনং	বিবরণ	মোট টাকা
০১	বেতন	৭৮,০০০/
০২	ডাক তার ও টেলিফোন	৬,০০০/
০৩	ছাপা ও মনোহারী	৫,০০০/
০৪	ভ্রমন ও যাতায়াত	৬,০০০/
০৫	আসবাব পএের অবচয়	৯,০০০/
০৬	বিক্রয় ও উন্নয়ন বিজ্ঞাপন	১৫,০০০/
০৭	অন্যান্য	৬,০০০/
	মোট	৯৫,০০০/

চ) বিক্রয় ৭০% ক্ষমতায়

ক্রঃ নং	বিবরন	পরিমান	একক মুল্য	মোট মুল্য(লক্ষ টাকায়)
০১	চারকোল(কাঠ কয়লা)	৪২০ মেঃটন	৩০০০/ঙ	১২.৬০

ছ) লাভ ক্ষতির হিসাবঃ-

ক্রঃনং	বিবরণ	(লক্ষ টাকায়)
০১।	বিক্রয় ৭০% ক্ষমতায়	১২.৬০
০২ ।	উৎপাদন ব্যয়	৫.৮৯
০৩ ।	মোট লাভ	৬.৭১
০৪ ।	সাধারন ও প্রশাসনিক ব্যয়	০.৯৫
০৫ ।	কর ও সুদ প্রদানের পুর্বে লাভ	৫.৭৬
০৬ ।	সুদ	০.৪৮
০৭	কর প্রদানের পুর্বে নীট লাভ	৫.২৮
০৮	কর	রেয়াত
০৯	নীট লাভ	৫.২৮

লভ্যাংশের অনুপাত

ক) মোট বিনিয়োগের উপর ফেরতের হার	৭৭%
খ) স্থায়ী বিনিয়োগের উপর ফেরতের হার	৯৫%
গ) বিক্রয়ের উপর ফেরতের হার	৪১%

যা ধরা হয়েছেঃ-

১।	ডেড ইকুইটির হার	৭০ঃ৩০%
০২।	ঋণের সুদ	
	ক) স্থায়ী মুলধন	১০%
	খ) চলতি মুলধন	১৪%
০৩। উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের হার		৭০% ডবল শিফট
০৪। অবচয়ঃ	ক) বিল্ডিং	৫%
	খ) যন্ত্রপাতি	১০%
	গ) আসবাব পত্র	২০%
৫। মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন		
	ক) স্থায়ী বিনিয়োগের উপর	২%
৬। স্টোর এন্ড স্পেয়ার্স ঃ		২.৫%

পাটের পলি ব্যাগ তৈরীর
বিপণন সমীক্ষা

০১। ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ প্রধানত কৃষি প্রধান দেশ হলেও ক্রমান্বয়ে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে পাটের বহুমূখী ব্যবহার এবং পাট রপ্তানী করে এ দেশ পূর্বে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতো। তাই পাটকে তখন বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলা হতো । সোনালী আঁশের এ গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য পাটের বহুমূখী ব্যাবহার তথা পাট দ্বারা বিভিন্ন পণ্য তৈরির উপর গবেষণা চলছে। আমাদের দেশে হর হামেশাই শপিং কাজে পলিথিনের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পলিথিনের এই ব্যাপক ব্যবহারের পরিবেশের মারাত্নক বিপর্যয় ঘটছে। পলিব্যাগ যত্র তত্রভাবে ফেলে রাখার কারণে তা না পচে নদী, সমুদ্র, ড্রেন, ডোবা- নালা প্রভৃতি জায়গার প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। তাই বর্তমানে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট দিয়ে পলিব্যাগ তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই পলিব্যাগ দেখতে অনেকটা প্লাষ্টিকের পলিব্যাগের মতোই টেকসই , পরিবেশ বান্ধব এবং ভারবহনে সহায়ক। বিজেএমসির প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের সাবেক মহাপরিচালক ডঃ মোবারক আহম্মেদ যৌথভাবে গবেষণা করে পাটের পলিব্যাগ তৈরির এই প্রযুক্তি উদ্ভাবণ করেছেন। এর নাম দিয়েছেন পাটের তৈরি পলিব্যাগ বা "সোনালী ব্যাগ"।

০২। যৌক্তিকতাঃ প্লাষ্টিকের পলিব্যাগ যেহেতু মাটিতে পচেনা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করে সেহেতু পাট দ্বারা পলিব্যাগ বা সোনালী ব্যাগ তৈরি করা হলে একদিকে যেমন প্লাষ্টিকের ব্যাগের ব্যাবহার কমে যাবে অপরদিকে পাটের দামও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে কৃষিজাত শিল্প হিসেবে এ সেক্টরের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

০৩। তৈরি প্রণালীঃ পাটের শুকনো সেলুলোজকে প্রক্রিয়াজাত করে একধরনের আঠালো মন্ড তৈরি করা হয়। সে মন্ড থেকে তৈরি হচ্ছে এই পলিব্যাগ।

০৪। চাহিদাঃ সাধারনত এধরনের পণ্যের চাহিদা নিরুপনের জন্য কোন সঠিক পরিসংখ্যান নাই। তবে জয়পুরহাট শহরের বিভিন্ন পাইকারি দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, ছোট খাট বাজারজাত পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি পরিবার সাধারণত দৈনিক ০৩ থেকে ০৫টি পলিব্যাগ ব্যাবহার করে। জয়পুরহাট জেলায় প্রায় ২,৫০,০০টি পরিবার রয়েছে। সে মোতাবেক এ জেলায় পলিব্যাগের মোট চাহিদা প্রায় ১০,০০,০০০ টি ।

০৫। যোগানঃ এ জেলায় কোন পলিব্যাগ তৈরির কারখানা নেই বিধায় চাহিদার পুরোটাই জেলার বাইরে থেকে এনে পূরণ করা হয়। তাই জয়পুরহাট জেলায় প্লাষ্টিকের পলিব্যাগের পরিবর্তে জুটের তৈরি পলিব্যাগ উৎপাদন করা হলে স্থানীয় চাহিদার পুরোটাই পূরণ করা সম্ভব হবে। ফলে এ জেলায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।

০৭। উপসংহারঃ উৎপাদিত পাটের পলিব্যাগে ৫০ শতাংশের বেশি সেলুলোজ রয়েছে, যা পানিতে ভিজলে বা মাটিতে পড়লে দ্রুত পচে যাবে। এতে অন্যকোন অপচনশীল বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না বিধায় এটি পরিবেশের জন্য কোনভাবেই ক্ষতিকর নয়। এর দাম প্রচলিত পলিথিন ব্যাগের কাছাকাছি রাখা যাবে এবং বাজারে প্রতিযোগীতা সৃষ্টি হবে বলে দাম বেশি রাখার কোন সুযোগ নাই। ফলে ব্যবহারকারীগণ অপেক্ষাকৃত কম দামে পাটের তৈরি পলিব্যাগ ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে। এতে কৃষিজাত শিল্প হিসেবে পাটজাত শিল্পের চাহিদা ও ব্যবহার আরো সম্প্রসারিত হবে। দেশের অনেক জায়গায়ই পরিক্ষামূলকভাবে এর উৎপাদন হচ্ছে এবং ভোক্তা পর্যায়ে এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। জয়পুরহাট জেলায় বেসরকারি পর্যাযে পাটের তৈরি পলিব্যাগ উৎপাদন করা হলে এ জেলার পাট চাষীগণ পাটের ন্যায্য মূল্য পাবে এবং ভোক্তাগণও অপেক্ষাকৃত টেকসই পাটদ্বারা নির্মিত পলিব্যাগ ব্যবহার করতে পারবে। এর ফলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যা জাতীয় অর্থনীতিতে অনেকটা অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

(আবু হাশেম)
প্রমোশন কর্মকর্তা
বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।

বিপণন সমীক্ষা
বিষয়ঃ হ্যান্ড স্যানিটাইজার

ভূমিকাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ব্যাপক জনসচেতনতামূলক প্রচারণা এবং স্বাক্ষরতা হারের ক্রমাগত বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের জনগণের মাঝে ব্যাপক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে দেশের বাজারে গত কয়েক বছরে হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ বিভিন্ন জীবাণুনাশক পণ্যের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে সারা বিশ্ব নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) নামক ভাইরাসে আক্রান্ত; যে ভাইরাসের প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত সবার হাতে পৌছায়নি। শুধু স্বাস্থ্য সচেতনতাই এ থেকে পরিত্রানের একমাত্র উপায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বার বার হাত ধোয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। কিন্তু সকল পরিস্থিতি হাত ধোয়ার মত অনুকূলে থাকে না। সেরূপ পরিস্থিতিতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার কার্যকরী বিকল্প হিসেবে ইতোমধ্যে অবস্থান নিয়েছে। সুতরাং পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে দেশ এবং দেশের বাইরে হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ যাবতীয় জীবাণুনাশক পণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব, উদ্যোক্তাগণ সম্ভাবনাময় এই খাতে কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূরণ এবং বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে নিজ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

বাজারঃ

সারাবিশ্বেই বর্তমানে হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ অন্যান্য জীবাণুনাশক পণ্যের বাজার তৈরি হয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান শহর থেকে কোভিড -১৯ ভাইরাসটি ধীরে ধীরে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। করোনা কালীন বিশ্বে ভ্যাক্সিন স্বল্পতার সময় এই ভাইরাসটি মোকাবেলায় বিশ্বের সকল জনগণকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এই হ্যান্ড স্যানিটাইজারের উপর নির্ভর হতে হচ্ছে; যা দেশে এবং দেশের বাইরে এ পণ্যটির বিশাল বাজারের দিকটি ই নির্দেশ করে।

প্রতিযোগিতাঃ

বর্তমানে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বাজার দখলে স্কয়ার ফার্মাসিটিক্যিউলস এবং এ সি আই ফার্মাসিটিক্যিউলস লিমিটেড এগিয়ে রয়েছে। যমুনা গ্রুপ ইতোমধ্যে তাদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার বাজারে নিয়ে এসেছে। নতুন কারখানাগুলোকে প্রতিষ্ঠিত এই কারাখানাগুলোর সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই বাজার দখল করতে হবে। কিন্তু নতুন উদ্যোক্তাদের জনিত সম্ভাবনাময় দিকটি হচ্ছে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে যোগানের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। অতএব যারা এ পণ্য প্রস্তুত করতে চায় তারা যদি গুণগতমাণ ঠিক রেখে উৎপাদন অব্যাহত রাখে তাহলে তাদের কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে না।

সমীক্ষার উদ্দেশ্যঃ

এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের চাহিদা এবং সরবরাহ নিরূপণ করা। উক্ত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে এ জাতীয় শিল্প কারখানা গড়ার সম্ভাব্যতা যাচাই, কাঁচামালের বাজার মূল্য, উৎপন্ন পণ্যের বাজার মূল্য এবং বন্টন প্রনালী ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সন্নিবেশ করা।

বিতরণ প্রনালীঃ

উৎপাদিত হ্যান্ড স্যানিটাইজার পরিবেশক/প্রতিনিধি/পাইকারী বিক্রেতাদের দ্বারা বিক্রয় হয়ে থাকে। মাঝেমধ্যে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা নিজেরাই সরাসরি খুচরা বিক্রেতার কাছে তাদের পণ্য বিক্রয় করেন।

কাঁচামালঃ

হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল গুলো ৭০% ইথানল, ২% গ্লিসারিন, ২৭% ডিসটিলড ওয়াটার এবং ১% অন্যান্য উপাদান।

চাহিদা বিশ্লেষণঃ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর সর্বশেষ তথ্যমতে, দেশে দারিদ্র্য হার ২০.৫ শতাংশ। দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সাথে প্রত্যক্ষ আলোচনায় এই তথ্য উঠে আসে যে, অর্থের অভাবে হ্যান্ড স্যানিটাইজ্ারের মত প্রয়োজনীয় এই পণ্যটি তাদের কাছে একটি বিলাসী পণ্য হিসেবে পরিগণিত হয় কেননা অর্থের যোগানের সাথে সাথেই তাদের ক্ষুধার চাহিদা মেটানোর দিকেই মনযোগী হয়ে পড়তে হয়। আবার বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৩০.৮ শতাংশ হচ্ছে ০-১৪ বছর বয়সী যারা এই দূর্যোগ মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবেই বাসায় অবস্থান করছে। সুতরাং প্রয়োজনীয় এ পণ্যটির ব্যবহারে জনসংখ্যার কিছু অংশ পিছিয়ে রয়েছে।

সার্বিক দিক বিবেচনায় দেশের ৯.৭০ কোটি জনসংখ্যা হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবহারকে আমলে নিয়ে অনুমিত চাহিদা নিরূপণ করা যায়। প্রতিদিন একজন ব্যক্তি ন্যূনতম ৯ মিলিলিটার পরিমাণ হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে ৯.৭০ কোটি জনসংখ্যার দৈনিক ব্যবহার দাঁড়ায় ৮৭৩০০০ লিটার।

অতএব, চাহিদা বিশ্লষণ পূর্বক এই ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যাবহারের দৈনিক অনুমিত চাহিদা হচ্ছে ৮৭৩০০০ লিটার।

সরবরাহঃ

হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এর ভিত্তিতে এর সরবরাহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। বিসিক, শিল্প নগরী, বগুড়ায় এবং টংগীতে অবস্থিত যথাক্রমে ওয়ান ফার্মা লিমিটেড এবং গ্রীনল্যান্ড লিমিটেড দৈনিক ৩০ হাজার বোতল (তিন টন) করে হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন করছে। এছাড়া বিসিক, শিল্প নগরী, নাটোরের গোল্ড কসমেটিক্স ইন্ডাস্ট্রি দৈনিক ২০০ বোতল, কালুরঘাটে অবস্থিত কুকার ল্যাবরোটেরিজ দৈনিক ৩০০ লিটার এবং রাজশাহী বিসিক দৈনিক ১২০০ লিটার উৎপাদন করছে। দেশের এই দূর্যোগময় পরিস্থিতিতে পিছিয়ে নেই রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোও। ঘাটতি পূরণে কেরু এন্ড কোং দৈনিক ১০০ এমএল এর ৬৭০০০ বোতল সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে।

বর্তমানে দেশে ৩০ টি অনুমোদিত ফার্মাসিটিক্যিউলস আছে যারা প্রত্যক্ষাভাবে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের উৎপাদনের সাথে জড়িত। গত মে, ২০২০ এ সারাদেশে ১৫ কোটি টাকার হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিক্রয় হয়েছে।

<u>সুপারিশ ও উপসংহারঃ</u>

বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের যে পরিমান সরবরাহ বাজারে রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমান চাহিদা বাজারে বর্তমান। তাছাড়া প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে নকল এবং ভেজাল হ্যান্ড স্যানিটাইজার উদ্ধার করে কারখানা সিলগালা করার খবর উঠে আসছে যা গুণগত মানসম্পন্ন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ঘাটতি দিকটিকেই নির্দেশ করছে। এমতাবস্থায় নতুন উদ্যোক্তাগণ যদি গুণগতমান ঠিক রেখে এই ঘাটতি পূরনে উৎপাদনে আসতে পারে তাহলে বাজার দখল করে ব্যবসায় সফল হওয়ার একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এছাড়াও এই খাতে কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা সফলভাবে টিকে থাকার জন্য একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে প্রতীয়মাণ হয়। সার্বিক দিক বিবেচনা করলে এই খাতে ব্যবসায় সফল হওয়ার মত প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশ দেখা যায় যা ব্যবহার করে নতুন উদ্যোক্তাগণ সম্ভাবনাময় এই খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রণয়নে
(মুনিরা আক্তার)
প্রমোশন কর্মকর্তা
বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট

"টয়লেট পেপার এর বিপণন সমীক্ষা "

০১। ভূমিকা ঃ-

টয়লেট পেপার ও ন্যাপকিন পেপার বর্তমানে জনপ্রিয় একটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। শহর ছাড়াও এমনকি সুদুর গ্রামেও এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি পানি ও ঘাম শোষণ করে এবং অত্যন্ত হালকা ও স্বাস্থ্য সম্মত। সারা বিশ্বে তাই টিস্যু, টয়লেট পেপার ও সেনেটারী ন্যাপকিনের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশের হোটেল রেস্তোরা, সিনেমা হল এমনকি বর্তমানে অফিস আদালতেও টয়লেট পেপারের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।

০২। পন্যের ভোক্তা ও বাজার ঃ-

বর্তমানে বাসাবাড়ি, হোটেল, রেস্তোরা অফিস আদালতে টয়লেট পেপার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। সকল শ্রেণীর মানুষ এর ভোক্তা। শুরুতে স্থানীয়ভাবে জয়পুরহাট হবে এর বাজার।

০৩। বাজার প্রতিযোগিতা ঃ-

বাংলাদেশের উত্তরের শিল্পে অনগ্রসর জয়পুরহাট জেলায় অদ্যবধি টয়লেট পেপার তৈরীর কোন শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়নি।এ কারনে টয়লেট পেপার তৈরীর কারখানা স্থাপিত হলে প্রস্তাবিত শিল্পের উৎপাদিত পন্য বাজারজাত করণের জন্য স্থানীয় কোন উৎপাদকের সহিত প্রতিযোগীতা থাকবে না।

০৪। চাহিদা বিশ্লেষণ ঃ-

চাহিদা বিশ্লেষণের পদ্ধতি ঃ-

ক) প্রস্তাবিত পন্যের চাহিদা প্রাথমিক বাজার চাহিদার তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে।

খ) পণ্যের বিক্রেতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিক্রয়ের তথ্যের উপর ভিত্তি করে চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে।

গ) ভোক্তা বা পণ্য ব্যবহারকারীর নিকট থেকে পণ্যের ব্যবহারের পরিমান, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে।

০৫। চাহিদা নিরূপণ ঃ-

সাধারণত এ ধরণের পণ্যের চাহিদা নিরূপণের জন্য কোন সঠিক পরিসংখ্যান নাই। তবে জয়পুরহাট শহরে বিভিন্ন পাইকারী খোজ নিয়ে জানা গেছে যে বাসাবাড়ি বা প্রতিষ্ঠানে মাসে ২-৪টি টয়লেট পেপার রোল কেনে। জেলায় প্রায় ২,৫০,০০০ পরিবার ও ৩,০০০ মতো প্রতিষ্ঠান আছে। সে হিসেবে মোট চাহিদা প্রায় ৯০,০০,০০০ রোল।

০৬। চাহিদার ব্যবধান ঃ-

এ জেলায় কোন টয়লেট পেপার তৈরীর কারখানা নেই। বিধায় চাহিদার পুরোটাই জেলার বাইরে থেকে এনে পূরণ করা হয়। তাই এ জেলায় কোন টয়লেট পেপার তৈরীর কারখানা স্থাপিত হলে স্থানীয় চাহিদার পুরোটাই পূরণ করা সম্ভব হবে।

০৭। বিক্রয় মাধ্যম ঃ-

উৎপাদক ---------• পাইকারী বিক্রেতা ----------• খুচরা বিক্রেতা ----------• ব্যবহারকারী

০৮। উপসংহার ঃ-

টয়লেট পেপোর দেশের কয়েক জায়গায় উৎপাদন হলেও উত্তরবঙ্গে এর কারখানা নেই। টয়লেট পেপার এর ব্যবহার দিন দিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বাসাবাড়িতে বাড়ছে। প্রস্তাবিত পণ্য উৎপাদনের জন্য শিল্প কারখানা স্থাপিত হলে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করণে কোন সমস্যা হবে না। পণ্যের গুনগত মান বজায় রাখতে পারলে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পরও পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

উপরোক্ত সমীক্ষার চাহিদার ব্যবধানুসারে অত্র জয়পুরহাট জেলায় ০১(এক) টি টয়লেট পেপার তৈরীর কারখানা স্থাপনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রণয়নে
(মুনিরা আক্তার)
প্রমোশন কর্মকর্তা
বিসিক জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট